■ কসরত...। হলদিয়ার পরাণচক প্রাথমিক বিভাগ উচ্চবিদ্যালয়ে ব্রতচারী প্রান্তিক অভিপ্রদর্শনী। শুক্রবার।

সংকট মেটাতে বনগাঁ হাসপাতাল থেকে ২০০ পাউচ সংগ্রহ কাঁথি ব্লাড ব্যাঙ্কের

রঞ্জন মহাপাত্র

কাঁথি: রক্ত সংগ্রহের পাউচ সংকট! যার ফলে রক্তদান শিবিরের সংখ্যা কমিয়ে দিতে হচ্ছে কাঁথি ব্লাড ব্যাঙ্ককে। এমনকী, নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছে কাঁথি মহকুমা ব্লাড ব্যাঙ্ক। রক্তদান শিবির থেকে চাইলেও বেশি পরিমাণ রক্ত সংগ্রহ করতে পারছে না ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। কারণ, পাউচ সংকট। এই সংকট কবে মিটবে সেদিকেই তাকিয়ে রক্তদান শিবির আয়োজনে উদ্যোগী সংস্থাগুলি।

এদিকে, পাউচের ঘাটতি মেটাতে সম্প্রতি বনগাঁ জেলা হাসপাতাল থেকে ২০০ পাউচ সংগ্রহ করেছে কাঁথি ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। এই ২০০ পাউচ না পাওয়া গেলে রক্তদান শিবির বন্ধ করে দিতে হত। আর রক্তদান শিবির বন্ধ করে দিলে ব্যাপক রক্তের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। দুর্গাপুজোর পর থেকেই পাউচের ঘাটতি দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে প্রতি মাসে থ্যালাসেমিয়া রোগীর রক্ত লাগে প্রায় ৬০০ ইউনিট। তারপর রয়েছে কাঁথি হাসপাতালের রোগীরা। সবমিলিয়ে কয়েক হাজার ইউনিট ব্লাড সরবরাহ করে কাঁথি ব্লাড ব্যাঙ্ক। এমন পরিস্থিতিতে পাউচের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনের নজরে এলে বনগাঁ জেলা হাসপাতাল থেকে আপতকালীনভাবে ২০০ পাউচের ব্যবস্থা করা হয়। জানা গিয়েছে, আগে কাঁথি ব্লাড ব্যাঙ্কের যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ করত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। কিন্তু বছরখানেক হল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজকে বাদ দিয়ে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ সেই সরবরাহের কাজ করে।

এদিকে, একই ঘাটতি দেখা দিয়েছে এগরা মহকুমা ব্লাড ব্যাঙ্কেও। পাউচের ঘাটতির কারণে রক্তদান শিবির অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। তবে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, সারা রাজ্যেই রক্ত সংগ্রহের পাউচ সংকট দেখা দিয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরেও একই অবস্থা। রাজ্যের তরফে পাউচের অর্ডার দেওয়া হলেও সরবরাহের ক্ষেত্রে কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা দেওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে সেই সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে। এই বিষয়ে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালের সুপার অরুপরতন করণ বলেন, ''পাউচের সংকটের কারণে রক্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। স্বাস্থ্য দপ্তর বিষয়টি জানার পরে আপাতত তা জোগাড় করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গিয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে।'' এদিকে, নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসিত কুমার দেওয়ান বলেন, ''রক্ত সংগ্রহের পাউচের ঘাটতি রয়েছে বলে কোনও সুপার তো আমায় জানাননি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'' তমলুক স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিভাস রায় বলেন, ''রাজ্যের ব্লাড সেফটি ডিপার্টমেন্ট এগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহ করে থাকে। যার যেমন প্রয়োজন জানালে তারাই পাঠিয়ে থাকে। তবে কোথাও পাউচের ঘাটতি রয়েছে বলে আমার জানা নেই।'' ফলে এমন অবস্থায় বিপাকে পড়েছেন রোগীরা।

নন্দীগ্রামে ধানের খেতে কঙ্কাল উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া: ধানের খেতে কঙ্কাল! শুক্রবার বিকেলে নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের বিরুলিয়া গ্রামে কঙ্কাল উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। সেটি ২৫ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ থাকা ওই গ্রামেরই বাসিন্দা ৭০ বছরের বৃদ্ধ অনিল করের কঙ্কাল বলে পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে। যদিও ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার পর এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অশান্তি চলছিল অনিল করের বাড়িতে। প্রায়ই ছেলে, বউমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক চলত। আর তাতে ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন অনিল কর বলে অভিযোগ। ২৫ অক্টোবর সকালেও এমন তর্ক-বিতর্ক হয় বলে অভিযোগ। অনিলবাবুর স্ত্রী শিবানী কর জানিয়েছেন, ''অসন্তুষ্ট হয়ে স্বামী আমাকে বলেছিলেন, একদিন এমন কোথাও চলে যাব, তারপর কোনওদিন আর দেখা পেবে না। বাস্তবে তাই তিনি করে দেখালেন।'' সেদিন বিকেলের পর থেকেই তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। থানায় নিখোঁজের অভিযোগও জানিয়েছিল পরিবার। তবে তাঁর হদিশ মেলেনি। এদিন বিকেলে বিরুলিয়া শ্মশানের পাশে ধান কাটার সময় প্রথমে চাষিরা একটি চাদর দেখতে পান। তাঁরা তা দেখে বুঝতে পারেন চাদরটি অনিলবাবুর। সেই মতো তাঁর বাড়িতে খবর পাঠান চাষিরাই। পরে অনিলবাবুর ছেলে খোকন কর ধানের মাঠে গিয়ে চাদর এবং তার কিছুটা দূরে একটি লুঙ্গি দেখে কঙ্কালটি তাঁর বাবার বলে দাবি করেন। খোকন দাবি করে বলেন, ''বাবা দীর্ঘদিন পেটের অসুখে ভুগছিলেন। বহু ডাক্তার দেখিয়েও সেই সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না। তিনি যন্ত্রণায় কষ্ট পেতেন। সেই কারণে রাগের বশে শেষ পরিণতি ডেকে নিয়েছেন। তবে মৃত্যুর পিছনে পারিবারিক অশান্তির কারণ ঠিক মনে করছি না।'' তবে বৃদ্ধের মৃত্যুর পিছনে যাই কারণ থাক, উদ্ধার কঙ্কালের পরিচয় নিশ্চিত করতে ডিএনএ টেস্টে পাঠানো হবে বলে নন্দীগ্রাম থানা সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে, এদিন কঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনায় বিরুলিয়া গ্রামজুড়ে শোরগোল পড়ে। কঙ্কাল দেখতে ভিড় জমান গ্রামবাসীরা। ছবি: রঞ্জন মাইতি

■ নন্দীগ্রামে কঙ্কাল উদ্ধার।

■ আগুন পোহানো। চন্দ্রকোনার বাঁশবেড়িয়া এলাকায়। —সুকান্ত চক্রবর্তী

ব্যবসায়ী খুনে বাজার এলাকায় দফায় দফায় জিজ্ঞাসা পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক: এখনও কোলাঘাটে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অধরা আততায়ীরা। মিলছে না প্রত্যক্ষদর্শী। তাই জাতীয় সড়কের উপর এই খুনের কিনারা করতে দফায় দফায় স্থানীয় বাজার এলাকাতেই জিজ্ঞাসাবাদের উপর জোর দিল পুলিশ। ইতিমধ্যেই সেই লক্ষ্যে পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) এম এম হাসানের নেতৃত্বে সিট গঠন করে চলছে তল্লাশি অভিযান। এক্ষেত্রে দুষ্কৃতীদের চিনে ফেলাতেই এমন নৃশংস খুনের ঘটনা বলে এই তত্ত্ব আরও জোরাল হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, গত সোমবার পৌনে ন'টা নাগাদ দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন স্থানীয় উত্তর জিঞ্জাদা এলাকার বাসিন্দা স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমীর পড়িয়া (৩৭)। এরপরই দুষ্কৃতীদের নাগাল পেতে একটি স্পেশাল টিম গঠন করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। তদন্ত প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে জাতীয় সড়ক এবং তার আশপাশের এলাকার সিসিটিভিগুলি খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই সঙ্গে বিগত প্রায় ১০ বছরের ওই এলাকার ক্রাইম রেকর্ডগুলিও খতিয়ে দেখা শুরু হয়। আর এক্ষেত্রে একেবারে জাতীয় সড়কের উপর অন্ধকারে এই খুনের ঘটনা ঘটায় প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সংগ্রহে একরকম প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে পুলিশ। এদিকে শুক্রবার সকালে নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মাইতি। তাঁদের দাবি, এই খুনের ঘটনায় পুলিশের উপরেই আস্থা রেখেছেন নিহতের পরিবার পরিজনরা। আশা করা যায়, দ্রুত এই খুনের কিনারা করবে পুলিশ। অন্যদিকে, সূত্র খুঁজতে ইতিমধ্যেই নিহত ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকান থেকে হিসাবের বেশকিছু নথিপত্রও সংগ্রহ করে পুলিশ। এরপর দফায় দফায় এলাকার মানুষদের জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে বলে দাবি পুলিশকর্তাদের। জেলা পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত চলছে।

NANDIGRAM - II PANCHAYAT SAMITY
Reapara :::: Purba Medinipur

TENDER NOTICE

Executive officer Nandigram-II Panchayat Samity, Purba Medinipur invites offline Quotation Notice.
Quotation Notice Memo no- 952, Dated- 23.11.2023 for 1nos. work supply and installation of sanitary napkin vending machine at 2 nos. school out of 15th FC, 2023-24 Fund. Last Date of application for above Quotation Notice is on 06.12.2023 up to 2:00P.M. Details of tender are available in Office notice board.

Sd/- Executive Officer,
Nandigram-II Panchayat Samity

OFFICE OF THE JAMBONI PANCHAYAT SAMITY
JAHARGRAM
Ph No+ Fax No..- *03221-268249* *Email Id: bdojamboni@gmail.com*

NOTICE INVITING e-TENDER

1. TENDER REFERENCE: WBJGM/JAMBONI/BDO/NIT-33/2023-24
BID SUBMISSION CLOSING DATE: 29/11/2023 AT 2:00 PM
2. TENDER REFERENCE: WBJGM/JAMBONI/BDO/NIT-34/2023-24/RIDF-XXIX
BID SUBMISSION CLOSING DATE: 06/12/2023 AT 2:30 PM
3. TENDER REFERENCE: WBJGM/JAMBONI/BDO/NIT-35/2023-24
BID SUBMISSION CLOSING DATE: 29/11/2023 AT 1:00 PM

(SUBMISSION OF BID THROUGH ONLINE : WWW.WBTENDERS.GOV.IN/NICGEP/APP)

SD/-
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
JAMBONI DEVELOPMENT BLOCK

Executive Officer, Santuri Panchayat Samiti, Dist: Purulia invites tender No: WB/SANTURI/E.O/NIT-05 (e)/ 2023-2024, Last date of Application 04.12.2023 11:00 AM
For details please visit Engineering section of this office.

Sd/-
Executive Officer
Santuri Panchayat Samiti

e-Tender Notice

e-Tender is invited by the **Pradhan, Sultanpur Gram Panchayat** Vide Memo No. **WBPMID/ GHT/ SUL/NIT-5/2023-24** and ID: **2023_ZPHD _607621 _1 to 7 for 15th Finance Schemes** under Ghatal Block within Paschim Medinipur District. Details will be available in the website **wbtenders.gov.in .** Bid Submission Start Date is **24.11.2023 from 18.00 hours.** The last date of Submission of tender is **04.12.2023 upto 18:00 hours.**

Sd/-
Pradhan,
Sultanpur Gram Panchayat

চোরের উৎপাত, পুলিশের দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: রাত বাড়লেই বাড়ছে চোরদের উৎপাত। তাদের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। তাই দুষ্কৃতীদের উৎপাত বন্ধের দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে মেদিনীপুর সদর ব্লকের কেশবপুরে।

মেদিনীপুর সদর ব্লকের মাত্র দু-তিন কিলোমিটারের মধ্যেই কেশবপুর। কোতোয়ালি পুলিশের কাছে গণস্বাক্ষর সম্বলিত ওই আবেদনপত্রে তাঁরা জানিয়েছেন, প্রায় দশদিন ধরে রাত হলেই এলাকায় সশস্ত্র অবস্থায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইট চুরি, বালি চুরি, দোকানের সাটার ভেঙে চুরি, গৃহস্থের বাড়ি থেকে চুরির পাশাপাশি কেশবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজা ভেঙে চুরিরও চেষ্টা হয়েছে। শুধু তাই নয়, চুরি হয়ে যাচ্ছে চাষের ধানও। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রও আছে। তার ভয়ে তাঁরা তটস্থ হয়ে থাকেন।

হাতির আক্রমণ

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম: হাতির হানায় জখম হলেন এক ব্যক্তি। শুক্রবার বিকেলে ঝাড়গ্রাম ব্লকের দুধকুন্ডি অঞ্চলের হরিয়াধরা এলাকার ঘটনা। বন দপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম ব্যক্তির নাম ক্ষিতীশ রানা (৫৪)। তাঁর বাড়ি ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার কেন্দুডাংরি গ্রামে। এদিন একটি বাগানে দিনমজুরির কাজ সেরে সাইকেলে করে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। আচমকা একটি হাতি লাগোয়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর উপর চড়াও হয়। হাতির হানায় পায়ে গুরুতর চোট পান তিনি। তাঁকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এমন অবস্থায় পরপর হাতির আক্রমণে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ট্রেনের ধাক্কা, মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার, ঝাড়গ্রাম: রেললাইন পারাপার করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। বছর চল্লিশের ওই মহিলার নাম, পরিচয় জানতে পারেনি রেল পুলিশ। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে ঝাড়গ্রাম শহরের ওভার ব্রিজের নিচে রেললাইন পারাপার করছিলেন ওই মহিলা। সেই সময় একটি মালগাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। প্রাথমিক তদন্তে রেল পুলিশের অনুমান, ওই মহিলা ভবঘুরে ছিলেন।

শিক্ষিকার সোনার হার ছিনতাইয়ে ধৃত তিন

মেদিনীপুর শহর

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর: শহরের বুকে এক শিক্ষিকার গলার হার ছিনতাই করে দুষ্কৃতীরা। চিৎকার চেঁচামেচি করে এলাকার লোকজনকে জড়ো করলেও তার আগেই চম্পট দেয় তারা। তৎক্ষণাৎ ওই শিক্ষিকা কোতোয়ালি থানার দ্বারস্থ হন। অভিযোগ পেয়ে দ্রুত তল্লাশিতে নামে পুলিশ। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুই দুষ্কৃতী ও এক সোনা ব্যবসায়ীকে পাকড়াও করে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে মেদিনীপুর শহরের শরৎপল্লিতে। তবে অক্ষত অবস্থায় সোনার চেনটি ফিরে পাননি ওই শিক্ষিকা। দুষ্কৃতীরা সোনা ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে ওই চেনটি গলিয়ে ফেলেছিল।

ঘটনা সূত্রে জানা গিয়েছে, কাকলি দে নামে ওই শিক্ষিকা ওইদিন স্কুল থেকে শরৎপল্লিতে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। এলাকারই একটি গলি রাস্তা ধরে বাড়ির পথে হাঁটছিলেন তিনি। তাঁকে যে পিছন থেকে এক যুবক রেইকি করছিল তা তিনি ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারেননি। গলির মধ্যে একটা নির্জন জায়গায় ওই যুবক হঠাৎই ছোঁ মেরে কাকলিদেবীর গলার সোনার চেনটি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। কাকলিদেবী চিৎকার করলে এলাকার লোকজনও বেরিয়ে আসেন। দু'একজন বাইক নিয়ে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজিও করেন। কিন্তু ছিনতাইকারীর কোনও হদিশ মেলেনি। ওই শিক্ষিকা তখন তাঁর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে কোতোয়ালি থানায় যান। পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দেন। পরে পুলিশ ওই শিক্ষিকাকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। শুরু হয় তদন্ত। ওই এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে সিসিটিভি বসানো আছে। সেখান থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়। সিসিটিভি ফুটেজ ধরেই পুলিশ জানতে পারে যে ওই দুষ্কৃতী একা ছিল না। একটু দূরে রাস্তার বাঁকে মোটরবাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিল তার সঙ্গীও। গলার হার ছিনতাই করার পর সে তার সঙ্গীর বাইকে বসে চম্পট দেয়। এরপরই তল্লাশিতে নামে পুলিশ। ওইদিন রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় মূল অভিযুক্ত বরুণ হাঁসদা-সহ তিনজনকে। এদের মধ্যে এক সোনার কারিগরও আছে। সকলেরই বাড়ি পাটনা বাজার এলাকায়। জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে যে, মূল অভিযুক্ত বরুণ ও তার সঙ্গী হারটি ছিনতাই করে পাটনা বাজার এলাকারই সোনার কারিগর রাজু সাউয়ের কাছে নিয়ে যায়। তাকে ওই সোনা ৪৫ হাজার টাকায় বিক্রিও করে দেয়। প্রমাণ মেটাতে সঙ্গে সঙ্গে ওই সোনা গলিয়েও ফেলা হয়। সোনার কারিগর রাজু সাউ বলেন, ''বরুণের আগে বাইক সারানোর গ্যারাজ ছিল। একই পাড়াতে থাকে। সেই সূত্রেই আলাপ। ওরা যখন প্রথমে আমার কাছে দু'বার ধরে আসে তখন আমি ও আমার পরিবার তাদের ফিরিয়ে দিই। কিন্তু তারপর ফের ওরা আসে। মেয়ের খুব শরীর খারাপ, টাকার খুব প্রয়োজন বলায় ওই সোনা গলিয়ে ৪৫ হাজার টাকায় বিক্রির ব্যবস্থা করিয়ে দিই। ওরা আমাকে তিন হাজার টাকা দিয়েছিল।'' এদিকে, পুলিশ তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়ায় ও সোনা উদ্ধার করায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন কাকলিদেবী ও তাঁর পরিবার। পুলিশের এই ভূমিকার প্রশংসাও করেছেন তাঁরা।

এসডিওর দ্বারস্থ

স্টাফ রিপোর্টার, ঘাটাল: সরকারি নির্দেশিকা রয়েছে। সেই নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চুটিয়ে প্রাইভেট টিউশন করছেন স্কুল শিক্ষকরা। ওইসব আইনভঙ্গকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলে শুক্রবার ঘাটালের মহকুমা শাসক ও অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে স্মারকলিপি দিলেন গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতি। সমিতির জেলা কার্যকরী সভাপতি প্রদীপ চক্রবর্তী বলেন, ''পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ঘাটাল মহকুমায় স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনের প্রবণতা বেশি। অবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে।''

সম্মানে ভূষিত

স্টাফ রিপোর্টার, ঘাটাল: খড়ার পুরসভার বাসিন্দা প্রাক্তন সেনা অফিসার উজ্জ্বল ঘটককে 'দুর্গা ভারত' সম্মানে ভূষিত করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এমন খবরে খুশি তাঁর পরিবার, পরিজনরা। উজ্জ্বলবাবু বর্তমানে সেন্টার ফর ডিফেন্স স্টাডিসের অধ্যাপক। আর সেনা বাহিনীতে বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার বলে জানান উজ্জ্বলবাবু।

সরব কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক: কোলাঘাটের জঁফুলি খাল সংস্কারের কাজ অবিলম্বে শুরুর দাবিতে সরব হলেন চাষিরা। শুক্রবার কোলাঘাট বিডিও অফিসে প্রশাসনিক সভায় এমনই দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ৪ সেপ্টেম্বর খাল সংস্কারের ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু হয়। বরাদ্দ হয় প্রায় ৫৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৫৭ টাকা। কিন্তু এরপরও কোনও কাজ এগোয়নি। ফলে ক্ষোভে ফুঁসছেন চাষিরা।

হলদি নদীর চড়ায় আটকে যাচ্ছে নৌকা!

নন্দীগ্রাম থেকে মহিষাদল ফেরিতে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া: নদীতে পলি জমে ফেরি চলাচলে সমস্যা। কখনও মাঝ নদীতে আটকে যাচ্ছে নৌকা, আবার কখনও গন্তব্যস্থল থেকে আধ কিলোমিটার দূরে ভেড়াতে হয় তরী। নদী পারাপারে এমন নাভিশ্বাস অবস্থা হলদি নদীর নন্দীগ্রামের তেরপেখ্যা থেকে মহিষাদলের তেরপেখ্যা ফেরিঘাট পর্যন্ত। ফলে বহু যাত্রী সময়ে বেরিয়েও অনেক পরে গন্তব্যে পৌঁছচ্ছেন। ক্ষোভটা আজকের নয়, দীর্ঘদিনের। স্থানীয় জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন যাত্রী থেকে ফেরি সার্ভিসের মালিক।

মহিষাদল রাজাদের আমল থেকে এই নদীতে ফেরি সার্ভিস চালু রয়েছে। রাজাদের ঘাটটি বেশ কয়েক বছর আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই জায়গায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে পৃথক একটি ঘাট থেকে ফেরি চলাচল করে। কিন্তু ফেরিঘাট কিংবা ফেরি চলাচল নিয়ে মাথাব্যথা নেই জেলা পরিষদের। দীর্ঘ কয়েক বছর পর নন্দীগ্রাম অংশে ফেরিঘাটটি কাজ চালানোর মতো মেরামত করা হলেও, মহিষাদল অংশে কোনও ফেরিঘাটই নেই। বর্ষার সময় যাত্রীদের নৌকা থেকে নেমে কাদা ঘেঁটে নদীর পাড়ে উঠতে হয়। এর থেকেও বড় সমস্যা শীতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকালে জল কমে যাওয়ার ফলে চর জেগে ওঠে। এখন যেমন নৌকো চলাচলের পথে বিস্তীর্ণ জায়গায় পলিমাটি জমেছে। আটকে পড়েছে নদীর স্বাভাবিক স্রোতও। ফেরি সার্ভিসের মালিক শেখ গোলাম রুকুমুদ্দিন জানিয়েছেন, ''এই ফেরি চলাচলের সমস্যার কথা বহুবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও পক্ষে কোনও উদ্যোগ নেই।'' জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক জানিয়েছেন, ''বিষয়টি আমার অজানা। খোঁজ নিয়ে দেখব। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'' নন্দীগ্রাম এবং মহিষাদল থেকে সারাদিনে দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষ এই ফেরি পারাপার করেন। নন্দীগ্রাম থেকে হলদিয়া শিল্পতালুকে কারখানায় কাজের জন্য বহু শ্রমিক এই পথে যাতায়াত করেন। মহিষাদল রাজ কলেজের বহু ছাত্রছাত্রী এই ফেরি পারাপার করেন। নন্দীগ্রাম থেকে কলকাতা যাওয়ার ক্ষেত্রেও এই পথ ব্যবহার করেন অনেকেই। নদীর জল কমায় তাঁদের ভোগান্তি বেড়েছে। নদীতে ফেরি সার্ভিসের পথ ঠিকঠাক রাখতে পলি সরানো প্রয়োজন। যাত্রী বা ফেরি সার্ভিসের মালিকরা সে কথা জানেন না তা তো নয়, কিন্তু সেই জন্য কয়েক কোটি টাকা দরকার। সে টাকা আসবে কোথা থেকে, প্রশাসনের কোনও স্তরে তা নিয়ে হেলদোল নেই বলেই অভিযোগ। ফলে এই ফেরি ভোগান্তির শেষ কবে তা নিয়ে অন্ধকারেই মহিষাদলের মানুষ।

পাত্র ইনস্টিটিউশন
মেদিনীপুর শহরে আবাসিক স্কুল
শিক্ষা বর্ষ- ২০২৪
• পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি শুরু।
• বিদ্যালয় অফিসে ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে।
• ভর্তি পরীক্ষা ঃ ১০,২৪ ও ৩১ ডিসেঃ ২০২৩
মালিয়াড়া, পোঃ ও বুক- মেদিনীপুর (জজ কোর্টের দক্ষিণে ৩ মিনিট) • M- 8637356214, 7811934631

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের দায়িত্ব
সরোজ গুপ্তা ক্যান্সার সেন্টার ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট
ক্যান্সার সচেতনতা শিবির
প্রাথমিক সনাক্তকরণ আপনার জীবন বাঁচাতে পারে।
আয়োজনে-
চণ্ডীপুর মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল এবং সরোজ গুপ্তা ক্যান্সার সেন্টার ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ঠাকুরপুকুর)
আসুন এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হোন
২৬শে নভেম্বর, ২০২৩
রবিবার ঃ সকাল ১০টায়
স্থান ঃ চণ্ডীপুর মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল
বক্তা ঃ-
ডাঃ প্রদীপ কুমার মণ্ডল
MBBS, MD (Medicine), DM (Medical Oncology)
ডাঃ সুব্রত কুমার সাহু
MBBS, MS, FIAGES, DNB (Surgical Oncology)
ডাঃ কৌশিক পাল
MBBS, MD (Path), DM (Clinical Haematology)
বিষদ জানতে ঃ- 7278843221, 8768690415, 8001906553